কাব্য শেষ করিয়াছিলেন। 'কুমারসম্ভব' (অর্থ, কুমার বা কার্তিকেয়র জন্ম)[৩০] নামের সার্থকতা দেখাইবার জন্যই হয়ত পরবর্তী কোনও কবি শেষ পর্যন্ত কার্তিকেয়র জন্ম এবং অধিকন্তু তৎকর্তৃক তারকাসুরের বিনাশসাধন পর্যন্ত ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন অষ্টম সর্গে হর-পার্বতীর যে মিলনের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা হিন্দুরুচিবিরুদ্ধ এবং ইহা কালিদাসের দ্বারা কখনও সম্ভব হয় নাই।[৩১] কালিদাস যে কেন কুমারসম্ভব অসমাপ্ত রাখিলেন তাহা অনুমান করা কঠিন। রঘুবংশ নিঃসংশয়ে কুমারসম্ভবের পরে রচিত হইয়াছিল, সুতরাং কালিদাসের মৃত্যুই ইহার অসমাপ্তির কারণ এইরূপ মনে করা চলে না। আবার এমনও হইতে পারে যে 'কুমারসম্ভব' নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি সাতটি সর্গের অধিক রচনা করা প্রয়োজন বলিয়াই মনে করেন নাই। হর-পার্বতীর মিলনের মধ্য দিয়াই কুমারের জন্ম সূচিত হইল ইহা মনে করিয়া মূল সাতটি সর্গে কুমারসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা কালিদাসের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। যদি এই অনুমান ঠিক হয় তবে কালিদাস রচিত কুমারসম্ভব সম্পূর্ণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তারকাসুরের চরিত্র-চিত্রণে রামায়ণে বর্ণিত বর্ণনার প্রভাব দেখা যায়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে রাজকুমার সিদ্ধার্থের নগরপ্রবেশের বর্ণনার সহিত কুমারসম্ভবে হর-পার্বতীর আগমনে সুরনারীদের বর্ণনার সাদৃশ্য দেখা যায়।[৩২]

৩০। M. Krishnamachariar বলেন যে রামায়ণের বালকাণ্ডের একটি শ্লোক "এষ তে রাম গঙ্গায়াঃ বিস্তারোহভিহিতো ময়া। কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ॥"—(৩৭.৩২) হইতে কালিদাস তাঁহার কাব্যের ঐ নামটি গ্রহণ করেন।—*History of Classical Sanskrit Literature*, p. 114

৩১। নারায়ণ পণ্ডিত তাঁহার 'বিবরণ' নামক টীকায় এই আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। অষ্টম সর্গ যে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া এক সময়ে কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল তাহা আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতে জানা যায়।

তুল: It is unbelievable that Kalidasa abruptly left off his work; possibly he brought it to a proper conclusion; but it is idle to speculate as to why the first seven or eight cantos only survived. The fact remains that the authenticity of the present sequel has not been proved."—Das Gupta & De

৩২। রঘুবংশে অজ ও ইন্দুমতীর নগরপ্রবেশের বর্ণনায়ও বুদ্ধচরিতের এই প্রভাব লক্ষণীয়। অশ্বঘোষ ও কালিদাসের রচনার সাদৃশ্য সম্বন্ধে S. P. Pandit, Nandargikar, Haraprosad Sastri, Kshetresh Chandra Chattopadhyay প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছেন। নীচে এই সাদৃশ্য দেখানোর জন্য উদ্ধৃতি দেওয়া হইল:

কালিদাস	অশ্বঘোষ
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভম্ ন চেদিমং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ। অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥ —রঘুবংশ, ৭.১৪	তাং সুন্দরীং চেন্ন লভেত নন্দঃ সা বা নিষেবেত ন তং নতভ্রূঃ দ্বন্দ্বং ধ্রুবং তদ্বিকলং ন শোভে— তান্যোন্যহীনাবিব রাত্রিচন্দ্রৌ —সৌন্দরনন্দ, ৪.৭
কস্যৈকান্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা। নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥ —মেঘদূত, ২.৪৮	অতোঽপি নৈকান্তসুখোঽস্তি কশ্চি- ন্নৈকান্তদুঃখঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাম্॥ —বুদ্ধচরিত, ১১.৪৩
বাতা ববুঃ সৌখ্যকরাঃ প্রসেদু— রাশা বিধূমো হুতভুগ্ দিদীপে। জলান্যভূবন বিমলানি তত্রোৎ— সবেঽন্তরিক্ষং প্রসসাদ সদ্যঃ॥ —কুমারসম্ভব, ১১.৩৭	বাতা ববুঃ স্পর্শসুখং মনোজ্ঞা দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্ত্যঃ। সূর্যঃ স এবাভ্যধিকং চকাশে জজ্বাল সৌম্যার্চিরনীরিতোঽগ্নি॥ —বুদ্ধচরিত, ১০.৭৩

১৯টি সর্গে বিভক্ত কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকৃত[৩৩] **রঘুবংশ** দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকজন রঘুবংশীয় নরপতির[৩৪] কাহিনীতে পূর্ণ। রঘুবংশীয় নরপতিগণের যে ক্রম ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে রামায়ণে উল্লিখিত নৃপতিগণের তালিকার সহিত তাহার মিল নাই, বরং বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণের তালিকার সহিত তাহার মিল দেখা যায়।[৩৫] প্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কালিদাস এই কাব্যের সর্বাঙ্গে তাঁহার স্বকীয়তার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন এবং ঘটনাবৈচিত্র্যের জন্য রঘুবংশের প্রতিটি সর্গ আমাদের মধ্যে নূতন নূতন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বর্ণনীয় বিষয়কে সম্প্রসারিত করিবার এবং সংহত করিবার দ্বৈধী শক্তির দ্বৈতলীলা কালিদাসের লেখনীতে এই কাব্যে প্রকট হইয়াছে। একটি সম্পূর্ণ সর্গে রামচন্দ্রের কৈশোরলীলা বর্ণনা করিয়াই কালিদাস পরবর্তী সর্গে শ্লোক-ছন্দে সমগ্র রামায়ণের ঘনীভূত রূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন। কাব্যের প্রথম অংশে রঘুই প্রধান চরিত্র, পার্শ্বচরিত্ররূপে দিলীপ ও অজ; দ্বিতীয় অংশে প্রধান চরিত্র রাম, পার্শ্বচরিত্র দশরথ ও কুশ। শেষ দুইটি সর্গে যে নৃপতিগণের উল্লেখ আছে তাঁহারা আমাদের নিকট অপ্রসিদ্ধ এবং অগ্নিবর্ণই রাজবংশের ধারায় উল্লিখিত শেষ নরপতি।[৩৬]

কালিদাসের রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক **মালবিকাগ্নিমিত্র** বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত। অপূর্বসুন্দরী মালবিকা রাজ-অন্তঃপুরের পরিচারিকা। রানী সকল সময়েই মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করেন—মালবিকার অসাধারণ সৌন্দর্যকে তিনি ভয় করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মালবিকা আসলে রাজকন্যা, দস্যুহস্তে পড়িয়া ঘটনাচক্রে বিদিশারাজের অন্তঃপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মিলনের যেটুকু বাধা ছিল কাটিয়া গেল। অগ্নিমিত্র ও মালবিকা মিলিত হইলেন।

কালিদাস আরম্ভেই নাটকটিকে নূতন বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে কালিদাসের ইহাই প্রথম নাটক। কিন্তু এ অনুমান সর্বথা নির্ভরযোগ্য নয়। ইহা বিনয়ের অভিব্যক্তিও হইতে পারে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলাতেও এই বিনয় দেখা গিয়াছে।[৩৭]

৩৩। রঘুবংশের প্রচলিত ৪০টি টীকা এই কাব্যের প্রসিদ্ধির পরিচায়ক।

৩৪। রঘুবংশের উল্লিখিত নরপতিদের নাম—দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম, কুশ, অতিথি, নিষধ, নল, নাভ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্য, দেবানীক, অহিমন্যু, পারিযাত্র, শীল, উন্নাভ, বজ্রঘোষ, শংখণ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, ব্রহ্মিষ্ঠ, পুত্র, পুণ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ। এই নরপতিগণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে শ্রীযুত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *Date of Kalidasa* (Allahabad University Studies) আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুঙ্গবংশীয় নরপতি দেবভূমিই রঘুবংশের অগ্নিবর্ণ।

৩৫। ইহা হইতে S. P. Pandit অনুমান করেন:
"..that Kalidasa has not adopted the Ramayana as the basis of Raghuvamsa. It also appears probably that the author of the Raghuvamsa and of the Vayu Purana had a common source to draw their materials upon which is now beyond the hope of recovery."

৩৬। পুরাণে অগ্নিবর্ণের পরও ঐ বংশে ২৭ জন নরপতির নাম পাওয়া যায়। রঘুবংশ অতর্কিতভাবে অগ্নিবর্ণে আসিয়া শেষ হইল কেন তাহার কারণ এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। C. Kunhan Raja এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছেন যে দশরথ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুবংশের দ্বিতীয় অংশ কালিদাস রচিত মূল রঘুবংশ নহে। —*Annals of Oriental Research*, University of Madras, Vol. V, Part II

৩৭। তুল: "...নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ";

এবং

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥